

**বাউল সংগীত সম্পর্কে সংক্ষেপে  
আলোচনা করো।**

বাউল সাধনা বিশ্বের অন্যতম মরমিয়া সাধনা। এই সাধকেরা বৈদিক হিন্দু এবং শরিয়তি ইসলাম থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। আসলে তারা সংস্কারমুক্ত এবং ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে সরে থাকেন। বাউলের মরমিয়া প্রেম আসলে রূপের মধ্যে অরূপ সাধনা। রূপ বা দেহ সাধনার মাধ্যমে অরূপ অর্থাৎ নিরাকার পরমাত্মার সন্ধানই বাউল সাধনার মূলমন্ত্র। বাংলার লৌকিক ধর্ম ও লোকজীবন পরিচয়ের অন্যতম শিল্পমাধ্যম এই বাউলগান। এই গানে বাংলার আধ্যাত্মিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, শরীরসাধনা তথা দেহবাদ, জাদুবিদ্যাচর্চা সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায়। তাদের গান একাধারে সাহিত্য ও সংগীত হিসেবে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। বাউলরা কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, তারা গায়ক সম্প্রদায়ও। তবে তাদের ধর্মসাধনার মাধ্যম গান। অক্ষয়কুমার দত্ত বাউলদের 'উপাসক সম্প্রদায়' বলে উল্লেখ করেছেন। এরা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন, হাতে একতারা। নির্দিষ্ট আখড়ায় তারা সমবেত হন। তাঁদের সাধনসঙ্গিনীও থাকে।

যদিও তাঁরা আত্মভোলা, বিবাগী, ঘরছাড়া এবং ব্রোগ্যপন্থী। তারা গান গেয়ে 'মনের মানুষের সন্ধান করেন। গৃহহীন বাউল ভিক্ষাজীবী, গৃহী বাউল জাত পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাউলরা ভাবের পাগল। তাদের প্রেমভাবই মুখ্য। বাউলদের পাগল, ক্ষ্যাপা বা গোসাইও বলা হয়। বাউলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকির লালন শাহ। তিনি প্রতিভাবান কবি। দু-আড়াই হাজার গান রচনা করেন।

বরীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যগৎ ছিলেন। তিনি হিন্দু বা মুসলমান

সেই বিতর্ক আজও চলছে। আসলে তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত এক মরমিয়া সাধক। তাঁর গানে পাই—“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন কয় জাতের কীরূপ দেখলাম না এই নজরে।” তার একটি বিখ্যাত গান- “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়/ধরতে পারলে মননা বেড়ি দিতাম তাহার পায়।”

কবি বলছেন খাঁচায় অর্থাৎ দেহে এই **অচিন পাখি**  
অর্থাৎ তাঁর আত্মা আসছে আবার যাচ্ছে  
নিঃশ্বাসের সাথে সাথে। কীভাবে এ আসা যাওয়া  
হচ্ছে তাঁর কাছে এ এক রহস্য। যদি তিনি ধরতে  
পারতেন, মনবেড়ি দিতেন **পাখির** পায়ে যেন আর  
যেতে না পারে। তবে এতে মূলত সে রহস্যের ভেদ  
জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।